পাত্রসায়রে ৫ কেজি আফিমসহ গ্রেফতার ২ পাচারকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ সোমবার রাতে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে শিলাঘাট থেকে উদ্ধার হল আফিমসহ দুই পাচারকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম আবু বক্কর ও সেখ কালাম। প্রথম জনের বাড়ি সোনামুখীর ভাগলুই গ্রামে। দ্বিতীয় জনের পাত্রসায়রের ধারিণপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলাঘাটে অভিযান চালিয়ে একটি মারুতি ভ্যান আটক করা হয়। ওই গাড়িটির সীটের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ৫ কেজি আফিম। পুলিশ এটি বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা। হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই পাচারকারী। তাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ভ্যানটিকেও আটক করে নিয়ে আসে। ধৃতদের এইদিন বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১০দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এই বিষয়ে বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লান্টু হালদার বলেন, ধৃতদেরকে জেরা করে আফিম পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদেরকেও ধরা সম্ভব হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আফিম পাচার চক্রের মূলপান্ডা সোনামুখীর ভাগলুই গ্রামের বাসিন্দা আবু বক্কর। সে ঝাড়খন্ড থেকে আফিম কিনে এনে তা বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করত। দীর্ঘদিন ধরেই সে ওই কাজে যুক্ত। মাঝে পুলিশি ধরপাকড়ের কারণে সে কিছুদিন তার ব্যবসা কমিয়ে দেয়। সম্প্রতি সে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। আগে সে নিজেই এই আফিম সরবরাহের কাজ করত। সম্প্রতি সে মোটা টাকা কমিশনের লোভ দেখিয়ে কিছু লোককে তার এই অবৈধ ব্যবসার কাজে লাগিয়েছে। আবার সম্প্রতি পাত্রসায়রের ধারিণপুরের বাসিন্দা সেখ কালাম তার সঙ্গে যোগ দেয়। বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় মূলত সোনামুখী, পাত্রসায়র ও ইন্দাস এলাকা থেকে দামোদরের ওপারের বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় আফিম সরবরাহ করে বলে জানতে পারে পুলিশ। সেই মতো পুলিশ বিভিন্ন সূত্র মারফত খোঁজ খবর শুরু করে। সোমবার রাতে একটি মারুতি ভ্যানে করে আফিম নিয়ে কয়েকজন পাচারকারী নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিলাঘাট এলাকায় এসেছে, এই খবর এসে পৌঁছায় পুলিশের কাছে। সেখান থেকে হেঁটে দামোদর পেরিয়ে বর্ধমানের পারাজ এলাকায় খোদ্দেরের কাছে ওই আফিম পৌঁছে দেবে বলেও পুলিশ জানতে পারে। সেইমতো পুলিশ এইদিন নারায়ণপুর এলাকায় সক্রিয়ভাবে তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে ওঁত পেতে বসে থাকে। পাচারকারীরা তাদের পরিকল্পনা মতো শিলাঘাটে আসতেই একটি কালভার্টে তাদের মারুতি ভ্যান ধরে পুলিশ এবং তল্লাশি চালায় ভ্যানটিতে। তল্লাশি চালিয়ে সীটের তলা থেকে উদ্ধার হয় ওই আফিম। তাতে ৫কেজি আফিম ছিল। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুই পাচারকারীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। মারুতি ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে।

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার কারনে ও পণের দাবিতে 'শিক্ষিকা' স্ত্রীকে 'শিক্ষক' স্বামীর নির্যাতন, কারাদণ্ড স্বামী ও শাশুড়ির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ নিজে এক শিক্ষক হয়েও তার শিক্ষিকা স্ত্রীকে অতিরিক্ত পণ ও কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগে বাঁকুড়া আদালত বিচারক মধুছন্দা বোস এই রায় দান করেন। সরকারপক্ষের আইনজীবী অজিত আকুলি জানান, হেলনা - শুশুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক প্রণবানন্দ পরিব বাসিন্দা দীপ্তি মুখার্জী (ব্যানার্জী)-এর সঙ্গে কেশরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীনবন্ধু মুখার্জীর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় নগদ ৯ লক্ষ টাকা ও ৫ লক্ষ টাকার গহনা ও বিভিন্ন আসবাবপত্র দেওয়া হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই আরও টাকার দাবিতে দীনবন্ধুবাবু ও তার মা জয়ন্তী মুখার্জীসহ শ্বশুরবাড়ির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে থাকে। বিয়ের আগে শিক্ষকতা করে দীপ্তিদেবী যে টাকা পেয়েছিলেন তা বাপেরবাড়ি থেকে এনে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে বলে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। ওই টাকা না পাওয়ায় তাঁর উপর দিনের পর দিন অত্যাচার চালাতে থাকে। দীনবন্ধুবাবু ও তার মা জয়ন্তীদেবীর নির্দেশ ছিল যে, কোনও কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া চলবে না। কিন্তু দীপ্তিদেবীর এক কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গত ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি তে গিয়ে আশ্রয় নেন দীপ্তিদেবী। শেষ পর্যন্ত, দীপ্তিদেবী বাঁকুড়া সদর মহিলা থানায় গত ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন স্বামী, শাশুড়িসহ পরিবারের ৬ জনের বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে স্বামী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে। বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে চার জন জাড়া পেয়ে গেলেও অভিযুক্ত দীনবন্ধুবাবু ও তাঁর মা জয়ন্তী মুখার্জীকে দোষী সাব্যস্ত করে দুজনের ২ বছর জেল ও ৫০০০টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬মাসের কারাদন্ডের নির্দেশ দেয় বাঁকুড়া আদালত।

অবশেষে বাস ঢুকল খাতড়া বাসস্ট্যাণ্ডে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাস ঢুকতে শুরু করল বাসষ্ট্যান্ডে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে রাইপুরের ফুলকুসমার সরকারি জনসভার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাতড়া বাসষ্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেছিলেন। সেই উদ্বোধনের সময় থেকেই এই পর্যন্ত ওই বাসষ্ট্যান্ডে কোনও বাস ঢোকেনি। বাসষ্ট্যান্ডে ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তাটি পাহাড়ে মতো খাড়া হওয়ায় বাস মালিক ও কর্মচারীরা একারণে বাসযাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে বাসষ্ট্যান্ডে বাস ঢোকাচ্ছিলেন না। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মঙ্গলবার বাসষ্ট্যান্ডে বাস ঢুকতে শুরু করল। এইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন খাতড়া মহকুমাশাসক তনয় দেবসরকার এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিশপ সরকার সহ অন্যান্যরা। তাঁরা বাসষ্ট্যান্ডে বাস ঢোকা ও বের হওয়ার সময়কালীন নিরাপত্তার বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন। বাঁকুড়া জেলার বাসমালিক কল্যাণ সমিতির পক্ষে দীপক সুকুল বলেন, মহকুমা প্রশাসনের অনুরোধে বাসষ্ট্যান্ডে বাস ঢোকানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বাসষ্ট্যান্ডে বাস ঢুকছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, তারা যেন বাস ও বাস যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টি দেখেন। বাসষ্ট্যান্ড চালু হওয়ায় খুশি খাতড়াবাসী। এই বিষয়ে খাতড়া এলাকার বাসিন্দা অনন্ত গরাই, জলধর দাস, রঞ্জিৎ গোস্বামী, যদুনাথ ব্যানার্জী বলেন, খাতড়াবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই মহকুমা শহরে এতদিন পর্যন্ত কোনও স্থায়ী বাসষ্ট্যান্ড ছিল না। রাস্তার উপরেই বাসগুলি দাঁড়াত। চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত যাত্রীদের। গত ২০০৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভার নির্বাচনের ঠিক মুখে খাতড়া বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। তৎকালীন পরিবহন ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এর শিলান্যাসও করেছিলেন। সেই থেকেই একটা আশা জন্মেছিল। সেই অপেক্ষা এতদিনে পূরণ হল।

সিমলাপাল ব্লকের অভিনব পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্মীদের উৎসাহিত করে কাজে গতি আনা ও মানোন্নয়নের এক অভিনব উদ্যোগ নিল বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। মঙ্গলবার নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন অনুষ্ঠানে সারা বছর কাজের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সহায়িকা ও আশাকর্মীদের পুরস্কৃত করেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শরবিন্দু বাগ। এছাড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকেও পুরস্কৃত করা হয়। নিরাপদ মাতৃত্বে প্রথম বিক্রমপুর, দ্বিতীয় পারুলিয়া এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসাবে মাচাতোড়া ও বনকাটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পুরস্কৃত হয়। সারাবছরের কাজের ভিত্তিতে সেরা পুরস্কার পান বিক্রমপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহায়িকা রিঙ্কু মহান্তী। শরবিন্দুবাবু বলেন, প্রধানত স্বাস্থ্যপরিষেবার ভিত্তিতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পুরস্কৃত হয়েছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সেখানে কর্মীরা পরিষেবা দিয়ে আসছেন। তাদের সেই আবেদনকে স্বীকৃতি দিতে এবং উৎসাহিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পুরুলিয়ায় সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে ৪০০

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ আবারও সিপিএম ছেড়ে মা মাটি মানুষের দলে যোগদানের ঘটনা ঘটল পুরুলিয়ার পারা বিধানসভা এলাকায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সিপিএম থেকে দলত্যাগ করে তৃণমূলে পারা ব্লকের দরদা, বহরা গ্রামপঞ্চায়েতে এলাকার প্রায় ৪০০জন সিপিএম কর্মী সমর্থক যোগদান করেন। এইদিন তাদের দীর্ঘদিনের পুরানো দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। স্থানীয় দরদা কমিউনিটি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন পারা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রামলাল মাহাতো। তৃণমূলে যোগদানের পর ওই বক্তিরা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার মাত্র ৬বছরের শাসনকালে রাজ্য জুড়ে যেভাবে উন্নয়নের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে খুবই খুশি তাঁরা। তাঁরা মনে করেন, মানুষের জন্য কাজ করতে হলে বর্তমান সময়ে একমাত্র তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকেই তা করা সম্ভব। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা তৃণমূল দলে নাম লেখালেন। এর ফলে ওই এলাকায় তৃণমূলের হাত আরও বেশি মজবুত হল বলে দাবি করছেন তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব। ওই যোগদানের পূর্বে পারা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সীমা বাউড়ি, ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি মনোজ সাহাবাবু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনার কবলে মারুতি ভ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি মারুতি ভ্যান। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার সরিষাদিঘি এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে একটি মারুতি ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে গুরুতর জখম হন চারজন। তাঁদেরকে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এইদিন সরিষাদিঘি এলাকায় একটি ভ্যানে করে চারজন যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় মারুতি ভ্যানটি। তাতে জখম হন চারজন। জখম ব্যক্তিদেরকে স্থানীয় মানুষরা উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায়শিই এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তায় ট্রাফিক থাকলেও বেপরোয়াভাবে গাড়িগুলি যেভাবে চলাচল করে যেকোনও মুহূর্তে আরও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী আড়শায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আড়শা থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম ডাক্তার রাজওয়াড় (৪৫)। পেশায় তিনি দিনমজুর। তাঁর বাড়ি আড়শা থানা এলাকার গন্ধবাজারে। সোমবার দুপুরের পর থেকে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। পরে রাতের দিকে গ্রামের এক প্রান্তে একটি পলাশ গাছের ডালের সঙ্গে ওই ব্যক্তির গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো মৃতদেহ ঝুলতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের লোকজনের দাবি, কিছুদিন আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই বিষয়ে তাঁর অনেক টাকা ঋণ হয়েছিল। ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় তারপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে।

পুরুলিয়ায় পৃথক দুটি ঘটনায় মৃত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পৃথক দুটি ঘটনায় দুজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল পুরুলিয়ায়। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোরে। ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান স্বপনকুমার ত্রিবেদী (৬৩)। তিনি অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যাঙ্ক কর্মী।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরুলিয়া শহরের সিন্দারপট্টি এলাকায় তাঁর বাড়ি। অন্যান্য দিনের মতোই প্রাতঃ ভ্রমণে তিনি বেরিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে কিছু দূরে পুরুলিয়ার-বীরভূম রেলপথ পারাপার করার সময় তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে পুরুলিয়া স্টেশন থেকে কিছু দূরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়া জি আর পি পুলিশ।

অন্যদিকে, সোমবার লরির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন কোটশীলা থানার কাশিডি গ্রামের এক প্রৌঢ়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সোনারাম মাহাতো (৫৮)। এইদিন পুরুলিয়ার বালদা সড়ক ধরে তিনি যখন বাইক চালিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন সেই সময় কোটশীলা টালিসেন্টারের কাছে দ্রুত গতিতে আসা একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়ে প্রাণ হারান সোনারামবাবু। ঘটনায় তাঁর সঙ্গী এক আত্মীয় জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খাতক ওই লরিটিকে পুলিশ আটক করেছে।

রাজনীতি হিন্দু-মুসলিম ভালোবাসায় থাবা বসাচ্ছে

পূর্ব প্রকাশিতের পর

অচিন্ত্য পাণ্ডা, খানাকুল ঃ বিশেষভাবে যদি হুগলির খানাকুলের কথা ধরা যায় চিত্রটা হয়ত পরিষ্কার হবে। ১৯৯৮ সাল থেকে, অর্থাৎ যখন থেকে তৃণমূলের জন্ম হয়, খানাকুল আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ওই সময় থেকে যারা তৃণমূলের হয়ে লড়াই করেছিলেন তাদের অধিকাংশই তৃণমূলের দলে ব্রাত্য রইলেন। ইকবাল আহমেদ বিধায়ক হওয়ার পর যারা ক্ষমতা দখল করল তাদের অধিকাংশই সুযোগসন্ধানী। তাদের অধিকাংশই বামদলগুলি থেকে আগত। এখন খানাকুলে ইকবাল আহমেদের পাশের অধিকাংশ তৃণমূল নেতাই উদ্ধত। তারা নিজেদের দলের লোকের কাছেই ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যস্ত। ফলে ভাল ও শিক্ষিত লোকেদের যেন তৃণমূল দলে ঠাঁই নেই এখানে। অথচ ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভালো শিক্ষিত ছেলেদের দিয়ে প্রচার করিয়ে জিতে যাওয়ার পর তাদেরকেই পাত্তা না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ ওই সমস্ত ছেলেরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তৃণমূলবিরোধী হয়ে উঠেছে। এটা ইকবাল আহমেদ টের পাচ্ছেন কিনা জানা নেই কারোর। তার পাশে থাকা নেতারা আখের গোছাতে ব্যস্ত। কিভাবে সংগঠন করতে হয় জানা নেই কারোর। তারা জানেন না কিভাবে বন্ধুতা দিয়ে মানুষকে বোঝাতে হয়। দেখা যাচ্ছে আখের গোছানো নেতা আছে কিন্তু ভালো বক্তা নেই তৃণমূল দলে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আরএসএস ও বিজেপি খানাকুলে নিঃশব্দে তাদের সংগঠন বাড়িয়ে চলেছে। যদিও এ বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে চাননি খানাকুলের কোনও বিজেপি নেতা। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতার কথায়, প্রকৃত তৃণমূল কর্মীরা আজ দিশাহারা। যারা সিপিএমের হাতে অত্যাচারিত তারাই আজ নব্য তৃণমূলের হাতে নতুন করে অত্যাচারিত। এই সব মানুষগুলোরই পাশে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি। এক কথার সুর শোনা গেল তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের মুখে। গত ৮ এপ্রিল চালতাপুরে তৃণমূলের পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন বিধায়ক ইকবাল আহমেদ। ওই অনুষ্ঠানেই ওই পঞ্চায়েত সমিতিরই সদস্য খানাকুল ১ নম্বর অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুপ্রীয়া নন্দীর কাছে প্রস্তাব রাখা হয় ভালো ছেলেদের দলে নেওয়ার জন্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতার কথায় এভাবে দল চালিয়ে নিজেদের ক্ষতি করে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। এখনও সময় আছে ভালো লোকেদের ক্ষমতা দিয়ে বিজেপি বিরোধী প্রচার করতে হবে। না হলে আগামী দিনে বিজেপি কোনো প্রচার বা সাংগঠনিক কাজ না করেও শুধুমাত্র তৃণমূলবিরোধী ভোটের জেরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে। তখন রামমন্দিরের দাবি আরো জোরালো হবে। রাম-রহিমের বন্ধুত্বে চিড় ধরবে, আশান্তির আগুন জ্বলবে। (শেষ)

ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার খাতড়া থানার মোলবাঁটি গ্রামে জলে ডুবে সোমবার সনু পাল নামে এক ১০বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশুটি সোমবার স্নান করতে বেরিয়ে আর ঘরে আসেনি। চারিদিকে পরিবারের লোকজন খোঁজ খবর শুরু করেন। পরে সনুর কোনও খবর না পেয়ে পুকুরে খোঁজ করা হয়। এই সময় তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে যে, পুকুরের গভীরতা বুঝতে না পেরেই সে তলিয়ে যায়। সনু খাতড়ার ছেলে হলেও সে মামাবাড়ি সিমলা পালের বলরামপুরে থাকত। মোলবাঁটি গ্রামে নাম সংকীর্তন মেলা দেখতে দিদিমার সঙ্গে এসেছিল। তাই এলাকার পুকুর তার অজানা ছিল। তাছাড়া শিশুটি যখন স্নান করতে গিয়েছিল, তখন পুকুরে কেউ ছিল না। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।